গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

(Abstract of Research Work)

দিব্যেন্দু পালিত বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সৃষ্টিকর্মে তিনি ভাস্বর। তাঁর রচনাশৈলী অভিনবত্বের দাবি রাখে। তিনি যে শৈল্পিক ভাবনায় তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে উপস্থাপন করেছেন তা আপামর পাঠককে অভিনন্দিত ও চমৎকৃত করেছে। তাঁর উপন্যাসে সময় ও পটভূমিতে, চরিত্র সৃষ্টি ও কাহিনি নির্মাণে, ভাষা ও প্রতীক ব্যবহারে, ইতিহাস চেতনা ও সমাজ চেতনার প্রতিফলনে আছে মৌলিকতা ও অভিনবত্ব যা বাংলা উপন্যাসে বিরল নিদর্শন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা প্রবন্ধ নিয়ে অনেকেই প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর সাহিত্যের সমস্ত দিক নিয়ে একটি গবেষণামূলক কাজও হয়েছে। কাজটি করেছেন গুরুপদ অধিকারী। তাঁর গবেষণার শিরোনামটি ছিল— 'নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মনোজগতের রূপকার দিব্যেন্দু পালিত (১৯৫৫-২০০০)'। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ এবং শিল্পরীতি নিয়ে নতুন ভাবনা বা আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। সেজন্যই এই সমস্ত দিকগুলি সামনে রেখে আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি'। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পটভূমি**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের পর্ববিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য**

ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)]

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ'(১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ'(১৯৮২)]

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা'(১৯৮৪) থেকে 'গৃহবন্দী'(১৯৯১)]

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত'(১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন'(২০০৩)]

তৃতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা**

চতুর্থ অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রকৃতি**

পঞ্চম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের শিল্পরীতি**

ক. উপস্থাপনরীতি

খ. গঠননৈপুণ্য

গ. ভাষাবিন্যাস

ষষ্ঠ অধ্যায় : **সমকালীন বাংলা উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য**

প্রথম অধ্যায়ে কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলিকে চারটি পর্বে ভাগ করে এবং পর্বানুযায়ী বিষয়বস্তুকে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় বিয়াল্লিশটি। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে বিষয়বস্তু পাল্টে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের প্রদর্শনী। কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপন্যাসের চরিত্রকে দেখিয়েছেন। এই অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে দুটি ভাগে করে দেখানো হয়েছে—
১. উপন্যাসের প্রধান চরিত্রচিত্রণ এবং ২. উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রচিত্রণ।

চতুর্থ অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে। মনোবৈজ্ঞানিক সিগমণ্ড ফ্রয়েড, সি. জে. ইয়ুং, জাক লাকাঁ প্রমুখ মনিষীরা মনোজগতের জটিলতা, অস্বাভাবিকতা, টানাপোড়েন, বিকার প্রভৃতি সম্পর্কে যে নতুন নতুন সূত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তা স্মরণে রেখে এই অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রদের মনোবিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে চরিত্রগুলোর আচার-আচরণের কার্যকারণ বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার যেসব চরিত্রের মধ্যে মানসিক বিকার অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেছে অর্থাৎ নিউরোসিস, সিজোফ্রেনিয়া, হ্যালুসিনেশন, ডিল্যুউশান, ইনসমনিয়া, প্যারানাইয়া, আত্মহত্যাপ্রবণতা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়েছে, সেগুলির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক চরিত্রের মধ্যে আবার কামবিকৃতি, ধর্ষকাম, ব্যক্তিত্ব বিন্যাসগত বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি লক্ষ করা গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে শিল্পরীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়-ভাবনার বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরীতির অনন্যতায়ও দিব্যেন্দু পালিত এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের শিল্পরীতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে— ক. উপস্থাপনরীতি, খ. গঠননৈপুণ্য এবং গ. ভাষাবিন্যাস। দিব্যেন্দু পালিত কোনো কাহিনি বা ঘটনা বর্ণনা করে উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই দেখা তিনি মাঝখান থেকে কাহিনি শুরু করেছেন কিংবা তাঁর উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে একটা অস্পষ্টতা দিয়ে। উপন্যাসের শেষেও কোনো সুস্পষ্ট পরিণতি দেখাননি। উপন্যাসগুলির গঠন বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি আয়তন খুবই ছোট। অকারণে কলেবর বৃদ্ধির প্রতি তিনি বরাবরই বিরোধী ছিলেন। লেখায় তিনি পরিমিতিবোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শিল্পগুণ বা ভাষাগুণ বলতে বুঝিয়েছেন সংযম। তিনি মনে করেছিলেন অতিকথন যে কোনো রচনারই বড়ো ত্রুটি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের সমসাময়িক, কিছু পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কয়েকজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্রতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায় বিশেষকরে মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, একটু বয়সে বড়ো বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখদের রচনায় মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে থেকেই প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে দিব্যেন্দু পালিত বাংলা সাহিত্যে কতটা জায়গা দখল করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে।